

ঈসা (আলাইহিস সালাম)

জন্ম ও পরিচয়: মূসা আলাইহিস সালাম এর মৃত্যুর পর বানী ইসরাঈলরা নাবীর শিক্ষা ভুলে যায়। তাঁরা আবার শয়তানের পথে চলতে শুরু করে। এমনি সময় তাঁদের হিদায়াতের জন্য পাঠালেন ঈসা আলাইহিস সালাম কে। তিনি ফিলিস্তীনের জেরুযালেমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন মারইয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম।

নবুওয়াত ও দাওয়াত: যখন বানী ইসরাঈলরা মূসা আলাইহিস সালাম এর রেখে যাওয়া কিতাব তাওরাত বিকৃত করে নিজেদের কথা লিখতে লাগল, বিভিন্ন প্রকার অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত ও নবুওয়াত দিয়ে মারইয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম কে পাঠালেন ফিলিস্তিনের জেরুযালেমে। তিনি তাঁদেরকে এক আল্লাহ্র আনুগত্য করার দাওয়াত দেন এবং শির্ক ও সকল প্রকার গর্হিত কাজ বর্জনের আদেশ দেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর কথা শুনতে রাজি হলো না।

হত্যার ষড়যন্ত্র: ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র দীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। তাঁর সত্য দীনের প্রচারে ইয়াহুদী ধর্মীয় নেতাদের দোষ-ক্রটি ধরা পড়ল। এতে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং ঈসা আলাইহিস সালাম কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। তাঁদের অবস্থা দেখে ঈমানদারগণ বানী ইসরাঈলদেরকে বললেন – দেখো যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কে হত্যা করে তোমাদের জাতি কত কঠিন আজাবে পড়েছিল। এখন ঈসা আলাইহিস সালাম কে হত্যা করে আরও কঠিন শাস্তিতে পতিত হবে। তারপরও তাঁরা ঈমানদারদের কথায় কান না দিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম কে হত্যা করার প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। তিনি ক্রিয়ামতের আগে আবাবো পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ আলাইহিস সালামএর দীন মেনে চলেবেন। কারণ তাঁর সময়ের শারী'আত এখন রহিত হয়ে গেছে। এজন্য সকল স্থিষ্টানকেও আমাদের নাবীর দীন মেনে চলতে হবে।